উচ্চশিক্ষায় বৈষম্য

প্রকাশিত: ২০:৩৮, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর অন্যতম। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো রকম বৈষম্য বাঞ্ছনীয় নয়। শিক্ষা হতে হবে সর্বজনীন, ধর্ম বর্ণ জাতি গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবার জন্য সমান উন্মুক্ত সর্বোপরি নিরপেক্ষ। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করা যাবে না। অন্যদিকে একজন শিক্ষকও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি যথাযথ আচারণ ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করবেন। কিন্তু বাংলাদেশে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় প্রতিনিয়তই। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এমনকি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রকট ও বৈষম্য বিদ্যমান। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলের ক্ষেত্রে শিক্ষককের দ্বারা বৈষম্যের শিকার হন ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থী, যা রীতিমতো উদ্বেগজনক। কেননা উচ্চ শিক্ষার ফল একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবন গঠন এবং ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সে অবস্থায় একজন শিক্ষার্থী যদি যথাযথ মূল্যায়ন থেকে বঞ্চিত হন তা হলে তিনি সহজেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হন এবং অনেক ক্ষেত্রে আক্রান্ত হতে

পারেন বিষণœতায়, যা তাকে চূড়ান্ত পরিনামে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করতে পারে।

চলতি বছরের মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আঁচল ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত জরিপে উঠে এসেছে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্যসহ আরও নানা বিষয়। বৈষ্যমের পাশাপাশি শিক্ষকদের দুর্ব্যবহারের অভিযোগও করেছেন ৫৫ শতাংশ শিক্ষার্থী। এর বাইরে সহপাঠী, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও কর্মচারীদের অসদাচরণের মুখোমুখি হয়ে থাকে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা প্রধানত লিঙ্গ ভিত্তিক, ধর্মীয়, শারীরিক ও জাতিগত বৈষম্যর শিকার হন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৪২ শতাংশ তরুণ-তরুণী শিকার হচ্ছেন বৈষম্যেরÑতাদের মধ্যে ছাত্রী ৫১ এবং ছাত্র ৪৯ শতাংশ। বৈষম্যের কারণে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। যার ফলে অনেকেই আক্রান্ত হচ্ছেন বিষণœতা, উদ্বেগ, একাকিত্ব এবং পড়াশোনায় মনোযোগহীনতায়।

জরিপের ফলের বিষয়ে জানতে চাইলে স্টামফোর্ড ইউনির্ভাসিটির অধ্যাপক আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার বলেন সমাজে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য গভীরভাবে প্রোথিত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এর অনিবার্য প্রতিফলন ঘটে। শিক্ষকের খারাপ আচরণ এবং সহপাঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সে অবস্থায় ক্যাম্পাসে অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও ছাত্র সংসদ উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী বৈষম্যের কারণে বিষণœতা, উদ্বেগ, ঘুমের সমস্যা ও হীনম্মন্যতা, পড়াশোনায় অমনোযোগী ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত কাউন্সিলিং, মেন্টাল হেলথ হটলাইন এবং থেরাপিস্ট নিয়োগ এখন সময়ের দাবি। সরকার, ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ বিষয়ে কঠোর গাইডলাইন দেওয়া আবশ্যক।